The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 219 - 230)
Published in November 2024

আমির খসরুর পাণ্ডুলিপি : তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা

আলতাফ হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার: আমির খসরু দেহলভি (১২৫৩-১৩২৫ খ্রি.) ভারতবর্ষের খ্যাতিমান ফারসি কবি ও লেখক। ভারতীয় উপমহাদেশ, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, তুরস্ক ও ইরানের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ১৮টি পদ্য ও গদ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। গত সাত শতাব্দীতে তাঁর পদ্য ও গদ্য পাণ্ডুলিপিগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত গ্রন্থাগারসহ বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান। প্রবন্ধকারে আলীগড় ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, খোদাবখশ পাটনা, প্রাদেশিক সরকারী গ্রন্থাগার এবং সালার জং (হায়দরাবাদ), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (লাহোর), ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্য গ্রন্থাগার, মজলিস লাইব্রেরি ইরান, লন্ডনের ব্রিটানিয়া মিউজিয়াম এবং ইন্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরি, বোদলিইয়ান লাইব্রেরি (অক্সফোর্ড), ন্যাশনাল লাইব্রেরি (প্যারিস), সেন্ট পিটার্সবার্গ (রাশিয়া), তুরস্কের আয়া সোফিয়া এবং হাকিম ওগলু আলিপাশা (ইস্তাম্বুল) গ্রন্থাগারে সংগ্রহে থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়াস রয়েছে।

আমির খসরুর পরিচয়

আমির খসরুর পূর্ণ নাম আমির নাসির উদ্দিন আবুল হাসান খসরু বিন আমির সাইফুদ্দিন মাহমূদ দেহলভি (সাফা ৭৭১)। তাঁর পিতা আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ দেহলভি সুলতান ইলতুৎমিশের সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। কবি আমির খসরু ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অর্ন্তগত ইতাহ জেলার পাতিয়ালিতে (মুমিনাবাদ) জন্মগ্রহণ করেন (সাফা ৭৭১)। আমির খসরুকে ছয় বৎসর বয়সে স্থানীয় মকতবের ওস্তাদ সাদ উদ্দিন খাত্তাতের কাছে পাঠানো হয়। মাত্র এক বৎসরের বিদ্যাভ্যাসেই বালক হাসান ফারসি ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, খাতার পাতায় তিনি কবিতার পর কবিতা রচনা করতে থাকেন। শিক্ষক সে কবিতায় মনোরম ভাষা, ছন্দ ও বর্নশৈলীর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। আট বছর বয়সে তিনি পিতার ইন্তেকালের পর মাতামহের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তিনি আরবি, তুর্কি ও ফারসি এ তিন ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হিন্দি ভাষার যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথমে সুলতান বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন কিশলু খানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন স্থানে চাকুরি করার পর পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মালিক আলি সারজানদার হাতেম খানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন (বাদাখশানি ৪৮৭)। তাঁকে খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযারের পাশে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা ফারসি ভাষায় রচিত। এছাড়া তিনি হিন্দি ভাষাতেও অনেক কাব্য রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে আছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আমির খসরুর পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান ও সমীক্ষা

ইরানের কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি, আনওয়ারি, শেখ সাদি এবং হাফিজ শিরাজি যাঁদেরকে ফারসি সাহিত্যের প্রথম সারির কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের কবিতার জন্য একটি সুর্নিদিষ্ট ধারা ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় কবি আমির খসরুই একমাত্র কবি যিনি গজল ও মাসনভি ধারায় কবিতা লিখেছেন। তাঁকে অত্যন্ত বাগ্মী কবি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। পদ্য ও গদ্যে আমির খসরুর অনেক মূল্যবান রচনা রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাজ নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। জিয়াউদ্দীন বারানীর মতে, ৯৯টি, আমিন আহমদ রাজীর মতে, ১০৯টি, একজন ঐতিহাসিক ৫২টি বলে অভিমত পেশ করেছেন। ইউরোপ, তুরস্ক, মিশর এবং ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরি পর্যবেক্ষণ করে নবাব ইসহাক খান আমির খসরুর রচনাগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছেন যা পঁয়তাল্লিশটি গ্রন্থ নিয়ে গঠিত। ড. ওয়াহিদ মির্জার মতে, খসরুর ২১টি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো :

পাণ্ডুলিপির পরিচয়

পাণ্ডুলিপি (Manuscript) শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ মানু স্ক্রিপ্তুস (manu scriptus) থেকে, যার অর্থ 'হাত দ্বারা লিখিত (ডাগলাস ২০০১ ২০০৭)। অতীতে সমস্ত উপন্যাস, কবিতা এবং অন্যান্য লিখিত কাজ হাতে লেখা হতো। পাণ্ডুলিপি হলো একটি বই-এর প্রথম খসড়া যা সাধারণত অপ্রকাশিত সংস্করণ। এটি মুদ্রণের পূর্বের অবস্থা।

তোহফাতুস সিগার

এটি আমির খসরু দেহলভি'র প্রথম কাসিদা বা প্রশংসামূলক কবিতা সম্বলিত দিওয়ান। যা তিনি পনের থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময়ে রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থে কাসিদা, গজল, তারজীবান্দ প্রভৃতি কবিতা রয়েছে। গ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান কাসিদা লেখক খাকানির অনুকরণে রচিত। এতে কবি আনওয়ারি ও হাকিম সানায়ির প্রভাবও লক্ষ করা যায়। এ গ্রন্থটি তিনি সুলত গিয়াসউদ্দিন বলবন, তাঁর পুত্র নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ কাআন, শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া, তৎকালীন বীর শহিদ, উজির ও আদর্শ ব্যক্তিদের প্রসংশায় রচনা করেন (বাদাখানি, তা.বি. ৪৮৮)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ দিওয়ানটিতে আমির খসরুর নিজের লেখা জীবন পরিস্থিতি রয়েছে। যদিও এই দিওয়ান খাজা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন নিজামি মুদ্রিত এবং এর প্রকাশক কিন্তু এই সংস্করণটি অসম্পূর্ণ এবং কোডকৃত নয়। তবে এর পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাওয়া যায় (আনসারি ১১)।

***তোহফাতুস সিগার* পাণ্ডুলিপি**
(امیر خسرو بن امیر محمود دهلوی)

ওসাতুল হায়াত

এ গ্রন্থে আমির খসরুর মধ্যজীবনের কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর এ কাব্যগ্যন্থটি ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এটি কবির দ্বিতীয় দিওয়ান যা তিনি বিশ থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে রচনা করেন। কবির এ কবিতাগুলি যৌবনের উন্মাদনাময় আবেগ, মাধুর্য ও জীবনরসে পরিপূর্ণ (হাবিব ৬)। এটি মূলত কবির মুর্শিদ নিযাম উদ্দিন আওলিয়ার প্রসংশায় রচিত। এছাড়াও এতে পাঞ্জাব ও মুলতানের গভর্নর সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ, ইখতিয়ারুদ্দৌলা ছাজ্জু খান-ই মুয়াজ্জাম এবং বলবনের ভ্রাতুস্পুত্রের প্রশংসা করা হয়েছে (হাবিব ৫)।

গুররাতুল কামাল

আমির খসরুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হলো গুররাতুল কামাল (*পূর্ণতার চরমোৎকর্ষ*)। এটি তাঁর তেত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ বছর বয়সের লিখিত কবিতা। তিনি ১২৯৩ খ্রিষ্টাব্দেএর রচনা সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটির শুরুতে একটি চমৎকার ভূমিকা রয়েছে। এতে তিনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাকিম সানায়ি, খাকানি, শেখ সাদি ও নিযামি গাঞ্জুবির প্রশংসা করেছেন (সাফা ৭৭২)। ৬৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে পংক্তি আছে। এ গ্রন্থটিও কবি তাঁর মুর্শিদ নিযামউদ্দিন আউলিয়া, জালাল উদ্দিন ফিরোজ শাহ, সুলতান রোকনউদ্দিন ইব্রাহীম, সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদসহ আরও অনেকের প্রশংসায় রচনা করেন। কবির এ গ্রন্থে তাঁর সৃজনশক্তির ছাপ লক্ষ করা যায়। আবেগ-অনুভূতি ও প্রাণরসে নিটোল এবং রসোত্তীর্ণ হিসেবে এগুলো বিশ্বের কবিতা ভাণ্ডারে হীরক খণ্ডতুল্য। এ গ্রন্থে তিনি ফারসির ছন্দ ও সুরের প্রাধান্য, কবিতার শ্রেণিবিভাগ ও কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের মান সম্বন্ধে চমকপ্রদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন (শাফাক ২৯০)।

এই দিওয়ানের একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি লন্ডনের ইন্ডিয়া লাইব্রেরিতে বিদ্যমান রয়েছে। (নোসখায়ে খাত্তি, ২৩১) এটি ১৩ শতকের শেষের দিকে (১২৯৪-১২৮৬ খ্রি.) সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে, এটি ১৩০২ এর আগে লেখা হয়নি। *গুররাতুল কামালের* ভূমিকায় আমির খসরু তাঁর কাব্যগ্রন্থ *তোহফাতুস সিগার*, *ওসাতুল হায়াত* এবং *গুররাতুল কামাল-এর* পরিচয় দিয়েছেন। বোদলিইয়ান লাইব্রেরি, ইন্ডিয়া অফিস, খোদাবখশ (পাটনা), সালার জং মিউজিয়ামে এই দিওয়ানের দু'টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে,যার মধ্যে প্রথমটি ১৫৯১-১৬ শতকের (১৫৯১ খ্রি.) এবং অন্যটি ১৭ শতকের প্রথম দিকের (আনসারি ১১)।

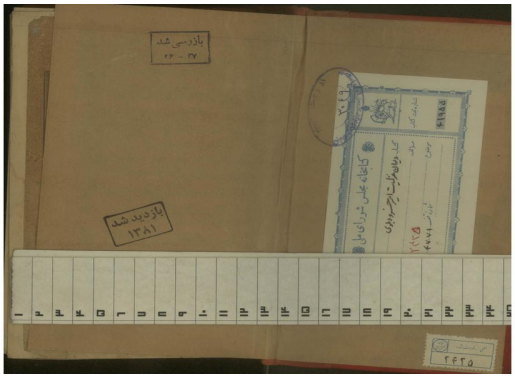

***গুররাতুল কামাল* পাণ্ডুলিপি**
(امیر خسرو بن امیر محمود دهلوی)

বাকিয়ে নাকিয়ে

এ কাব্যগ্রন্থটি আমির খসরুর চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। এটি তিনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সে (১৩০৭-১৩২১ খ্রি.) মধ্যে রচনা করেন। এতেও কবির মুর্শিদ নিযাম উদ্দনি আউলিয়া, আলাউদ্দিন, মুহাম্মদ খিলজি, কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ্, শামসুল হক, হামিদুল্লাহসহ আরও অনেকের প্রশংসা রয়েছে। এছাড়াও এতে ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সুলতান আলা উদ্দীন মুহাম্মদ খিলজী (১২১৫-১৩১৫ খ্রি.) এর শোকগাঁথা, যুবরাজের বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে (আনসারি ২৯১)।

এই দিওয়ান গ্রন্থটি ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দেতাঁর জীবনের শেষ সময়ে রচিত হয়েছিল। আমির খসরুর চারটি দিওয়ানের পাণ্ডুলিপি শুধু বোদলিইয়ান লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস, খোদাবখশ গ্রন্থাগারে নেই, বরং সালারজঙ্গ মিউজিয়ামেই এর কপি রয়েছে যা C.A. Store অন্তর্ভুক্ত করেনি। প্রথম সংস্করণ খিষ্টীয় ১৬ শতকে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৬ শতকের শেষে (নোসখায়ে খাত্তি 8) তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকে লিপিবদ্ধ করা হয় *(নোসখায়ে খাত্তি* চতুর্থ খণ্ড) এবং ৫ম সংস্করণ ১৭ শতকের শেষের দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমির খসরুর চারটি দেওয়ান নির্বাচনের একটি অনুলিপি সালার জং জাদুঘরে লিপিবদ্ধ আছে। ১৫শ শতাব্দীতে এর লেখক হলেন আলী মুহাম্মদ বিন হোসেন আদ-দিলামি।

নিহায়াতুল কামাল

এটি আমির খসরু দেহলভি'র পঞ্চম কাব্য গ্রন্থ। তিনি মৃত্যুর একমাস পূর্বে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এতে তিনি গিয়াস উদ্দিন বলবন-এর মৃত্যু এবং মুহাম্মদ তুঘলক-এর সিংহাসনে আরোহণের সময় শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এতে কুতুব উদ্দিন মোবারক শাহ এর মার্সিয়া সম্বলিত গজল লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে কবির বৃদ্ধ বয়সের অসহায়ত্ব ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতার প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে (মওদুদ ২০১)।

এই কাব্যগ্রন্থটি আমির খসরু তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচনা করেছিলেন। সালার জং গ্রন্থাগারে এর অনুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথম কপি ১৫ শতকে এবং অন্যটি ১৬ শতকে কপি করা হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থটি দিল্লির খানেহ নিজামিয়েহ (১৯১৪ খ্রি.) প্রকাশ করেছেন। নেভেল কিশোর প্রিন্টিং হাউস থেকে *কুল্লিয়াতে আনাসিরে দিওয়ানে খসরু* শিরোনামে দু'বার প্রকাশিত হয়েছে। এর চতুর্থ সংস্করণ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দেপ্রকাশিত হয়েছে। গজলিয়াতের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও আমির খসরু "*খামসায়ে আমির খসরু* বা *পাঞ্জগঞ্জ*" শিরোনামে পাঁচটি মাসনভিও লিখেছেন যা ছিল *খামসায়ে নিজামি গাঞ্জুবী* এর অনুসৃত।

***নিহায়াতুল কামাল* পাণ্ডুলিপি**

(امیر خسرو بن امیر محمود دهلوی)

মাতলাউল আনওয়ার

এটি নিজামির *মাখযানুল আসরার*-এর অনুকরণে ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এতে তিন হাজার তিনশত দশটি পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থটি আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্-এর নামে উৎসর্গকৃত (মওদুদ ২০৫ ২০১)। এতে আল্লাহর প্রশংসা, রাসুলের (স.) প্রশংসা, মুনাজাত,আমির খসরুর মুর্শিদ নিযামউদ্দিন আউলিয়ার প্রশংসা, তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা এবং বিশটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো একত্ববাদ, সভ্যতা, শিষ্টাচার, উপদেশবাণী ও আধ্যাত্মিক দর্শন প্রভৃতি (আরবেরি ১৫৮,২৭৬)।

এটি ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি আলাউদ্দিন মুহম্মদ শাহ-এর নামে উৎসর্গীত। এটি প্রথমে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দেএবং পরে দিল্লি থেকে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মাসনভির দু'টি কপি ইন্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় (*নোসখায়ে খাত্তি* ১২০১) প্রথম সংস্করণটি ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দেঅনুলিপি করা হয়েছে এবং এর অনুলিপিকার হলেন মুহাম্মদ বিন আহমদ জাহেদি। দ্বিতীয় কপি ১৭৫৬ খ্রিস্টব্দে লেখা হয়েছিল এবং সালার জং মিউজিয়ামে সংরক্ষিত (*নোসখায়ে খাত্তি* ১২০২)। দু'টি কপির লেখার তারিখ হলো খ্রিস্টীয় ১৭ শতক এবং ১৮ শতক (*নোসখায়ে খাত্তি* ১৯৩ ১৪০৪)।

শিরিন ওয়া খসরু

১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দেএটি নিযামি গাঞ্জুবি'র *খসরু ওয়া শিরিন*-এর অনুকরণে বাহরে হাজাজে মোসাদ্দাস ছন্দে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও কাহিনী নিযামির *খসরু ওয়া শিরিন* গ্রন্থের অনুরূপ। এতে অতীতের বিভিন্ন বিষয়ায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের অধ্যায়গুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত ও দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থে কবি প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যা চমৎকার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। কবির এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর মাঝে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটিও আলা উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্-এর নামে উৎসর্গকৃত (বাদাখশানি ৪৯৮)। এর একটি কপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (*নোসখায়ে খাত্তি* ১২০৩) একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং আরেকটি সালার জং মিউজিয়ামে রয়েছে। লিপিকারের নাম সুলতান আলী মাশহাদি (*নোসখায়ে খাত্তি* ০৮) এবং লেখার সাল ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে।

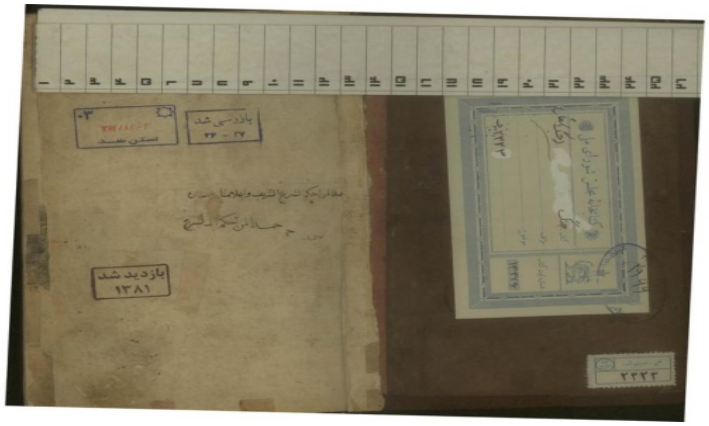

***শিরিন ওয়া খসরু* পাণ্ডুলিপি**
(امیر خسرو بن امیر محمود دهلوی)

মজনুন ওয়া লাইলি

এটি নিযামি গাঞ্জুবি'র *লাইলি ওয়া মজনুন*-এর অনুকরণে ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কবির ৪৪ বছর বয়সে রচিত। এতে দুই হাজার ছয়শত ষাটটি পংক্তি রয়েছে (যামানি, *দানেশ*, ৩৫: ১৭০)। ইতোপূর্বে একই বিষয়ে ফেরদৌসি, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি প্রমুখ কবি যে ধরনের রোমান্স কাব্য রচনা করেছেন কবি আমির খসরুর এ রচনাকর্মটি সে সব থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। এ গ্রন্থটি রচনায় যখন তিনি হাত দেন তখন তাঁর মা ও ছোট ভাই মৃত্যুবরণ করেন (সাত্তার ৫৮)।

এটি ১৩ শতকের লেখা। তবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংরক্ষির। এটি ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি অনুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের খোদাবখশ গ্রন্থাগারে এবং আরেকটি সালার জঙ্গ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। (*নোসখায়ে খাত্তি* ০৪)।

আইনে সিকান্দারি

এটি বাদশাহ বাহরাম শাহ্-এর ঘটনাবলি ও নিযামি গাঞ্জুবি'র *ইস্কান্দার নামা*-এর অনুকরণে বাহরে মোতাকারেবে মোসাম্মান ছন্দে ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিও আলাউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ-এর নামে উৎসর্গকৃত। এতে চার হাজার চারশত পঞ্চাশটি পংক্তি রয়েছে। এ গ্রন্থের পংক্তিসমূহ কাজী শিহাবউদ্দিন অধ্যয়ন পূর্বক সংশোধন করে দিয়েছেন (*নোসখায়ে খাত্তি* ০৪)।

এর পাণ্ডুলিপি ১৬ শতকে ১৫৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দেরচিত হয়েছিল এবং এর অনুলিপিকার ছিলেন কামাল আল-দীন হোসেন এবং জালাল আল-দীন মাহমুদ। এর দু'টি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (শাফাক ২৯০) এবং আরেকটি কপি ইন্ডিয়া অফিসে (*নোসখায়ে খাত্তি*, সিরিয়াল, ১৪১০, চতুর্থ খণ্ড) এবং একটি কপি সালার জং মিউজিয়ামে রয়েছে (*নোসখায়ে খাত্তি*, সিরিয়াল, ১৩৯৭, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪)। এর লেখক হলেন মুহাম্মদ বিন মাহবুব। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে এর নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয় আর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে আলিগড় থেকে তা মুদ্রিত হয়।

হাশত বেহেশত

এটি ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দেনিযামি গাঞ্জুবি'র *হাফত পেইকার*-এর অনুকরণে রচিত। এতে তিন হাজার তিনশত বায়ান্নটি পংক্তি রয়েছে। এর তিনটি কপি ইন্ডিয়া অফিসে, একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং একটি কপি সালার জং মিউজিয়ামে বিদ্যমান রয়েছে (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ১২০৫)। অনুলিপির সময় আনুমানিক ১৭ শতকের ১৬৭৫ খ্রিস্টব্দে। অনুলিপিকার শেখ কালব শেখ আলম। এর দু'টি সংস্করণের একটি ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দেএবং অন্যটি আলীগড় থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দেপ্রকাশিত হয়েছে । সালার জং মিউজিয়ামে খামসায়ে খোসরুর ছয়টি কপি রয়েছে (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ১২০৫)। প্রথম সংস্করণ ১৬ শতকে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ শতকে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৭ শতকে লেখা হয়েছিল এবং এর অনুলিপিকার হোসেইন বিন হায়দার। খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে চতুর্থ সংস্করণ এবং ১৬ শতকের প্রথম দিকে পঞ্চম সংস্করণ এবং ১৭ শতকের প্রথম দিকে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কেরানুস সাদাইন

এটি সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ এবং তাঁর পিতা সুলতান নাসির উদ্দিন বুগরা খানের সঙ্গে অযোধ্যার সারযু নদীর তীরে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। এটি বাহরে রামালে মোসাম্মান ছন্দরীতিতে লিখিত প্রথম ঐতিহাসিক মাসনভি কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি কবি ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দেপবিত্র রমজান মাসে রচনা সমাপ্ত করেন (মওদুদ ২০৫ ৪৯৭)। মাসনভিগ্রন্থ হিসেবে এটি কবির অনবদ্য ও শ্রেষ্ঠ অবদান (বাদাখশানি, তা. বি: ৪৯৭)। এ গ্রন্থে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনাবলি কবি স্ব-চক্ষে ও স্ব-শরীরে অবলোকন করে নিজস্ব রচনাশৈলী দ্বারা সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। তাই গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক চিত্রকলার মর্যাদায় সমুন্নত। গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের দুই উত্তরসূরী স্বীয় পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন বুগরা খান ও স্বীয় পৌত্র সুলতান মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদ অর্থাৎ পিতা-পুত্রের মাঝে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি অতঃপর তার অবসান সম্পর্কে রচিত। এছাড়াও এতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ও স্থানসমূহের বর্ণনা যেমন দিল্লি জামে মসজিদের বর্ণনা, কূপের বর্ণনা, নববর্ষের বর্ণনা ইত্যাদি রয়েছে (বাদাখশানি ২০১)।

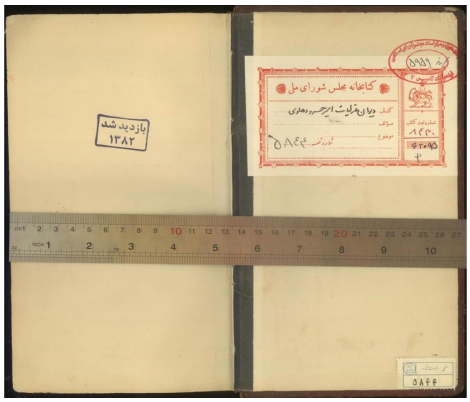

***কেরানুস সাদাইন* পাণ্ডুলিপি**

(امیر خسرو بن امیر محمود دهلوی)

কেরানুস সাদাইন প্রথম মাসনভি গ্রন্থ যা পিতা ও পুত্রের পুনর্মিলন সম্পর্কে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র তিন মাসে রচিত হয়েছিল। এই মাসনভি আঙ্গিকের গ্রন্থটির অনেক সংস্করণের বিভিন্ন তালিকায় বর্ণিত হয়েছে। এর সাতটি সংস্করণ একটি সুশৃঙ্খল তালিকা তৈরি করা হয়েছে ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮ শতকে অনুলিপি করা হয়েছিল। হাকিম ওগলু আলী পাশা খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে (১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) ও ব্লোচাট (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ৩য় খণ্ড) খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকে সংস্করণটি অনুলিপি করা হয়েছিল (*নোসখায়ে খাত্তি*, সিরিয়াল, ৬৬১)। কিন্তু এই সংস্করণটি কিছুটা অসম্পূর্ণ। ইরানের মাশহাদ গ্রন্থাগারের একটি সংস্করণ রয়েছে যা ১৬ শতকে (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) লেখা হয়েছিল। আয়া সোফিয়া গ্রন্থাগারে (ইস্তানবুল) একটি সংস্করণ রয়েছে যা ১৬ শতকের। লেন্ডেসিয়ানা লাইব্রেরিতে (ম্যানচেষ্টার) চারটি কপি বিদ্যমান। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোরের গ্রন্থাগারে এই বইটির দু'টি কপি রয়েছে। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাকিস্তান) সংরক্ষিত কপিটি ১৭ শতকের। বার্লিন লাইব্রেরিতে এই কপিটি তুলনামূলকভাবে পুরানো। পাটনার খোদাবখশ লাইব্রেরিতেও এর একটি কপি রয়েছে। আলিগড় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এর অনেক কপি রয়েছে। সালার জঙ্গ লাইব্রেরিতে কেরান-উস-সাদাইন এর পাঁচটি কপি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকের, দ্বিতীয়টি ১৭ শতকের (১৬৮১

খ্রি.), লেখক শেখ ইব্রাহিম, তৃতীয়টি ১৮ শতকের (১৭৩০ খ্রি.), চতুর্থটিও ১৮ শতকের খ্রিষ্টীয় (১৭৮৯ খ্রি.) লেখক সুলতান মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইসমাইল আর পঞ্চমটি খ্রিষ্টীয় ১৮ শতকের।

মিফতাহ আল-ফুতুহ

এটি সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ্-এর প্রথম সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে তাঁর চারটি বিজয়ের ঘটনার উপর বাহরে হাযাযে মোসাম্মান ওযনে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় ঐতিহাসিক মসনভী কাব্যগ্রন্থ (আনুশেহ ২০১)। এ গ্রন্থকে তাঁর অপর গ্রন্থ *গুররাতুল কামাল*-এর অংশ বিশেষ বলে ধারণা করা হয়। এ গ্রন্থে সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ্-এর বিজয়ের ইতিহাস খুবই সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি কবির অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (আনুশেহ ২০১)।

এই মাসনভি সম্পর্কেও অনেক রেফারেন্স উল্লেখ পাওয়া যায়। বোদলিইয়ান লাইব্রেরিতে এটির একটি কপি রয়েছে। যা ঘোরা আল-কামালের অন্তর্গত।

দেবলরাণী ওয়া খিজর খান

১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দেরচিত এ গ্রন্থ আলাউদ্দীন খিলজির পুত্র খিজরখান এবং নাহরাওলার রাজা কর্ণের কন্যা দেবলা দেবীর প্রেম কাহিনীমূলক গাথা। এটি বাহরে হাযাযে মোসাদ্দাস ওজনে রচিত। এ গ্রন্থে কবি দেবলরাণী ও খিজরখানের প্রেমোপখ্যানের মাধ্যমে প্রেমের বিচিত্র লীলা, বিরহ-মিলনের উচ্ছ্বাস এবং মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতি ও আবেগের বর্ণনা পাওয়া যায় (মওদুদ ২০১)। এতে বর্ণিত শাহজাদা খিজরখান ও তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, গোয়ালিয়ার দুর্গে তাঁর বন্দিদশা এবং মালিক কাফুরের প্ররোচনায় শাহজাদাকে অন্ধ করে হত্যা করার করুণ কাহিনী কবির চমৎকার রচনাশৈলী, সুর ও মুর্ছনায় পাঠক হৃদয় আকুল হয়ে উঠে। কবি দেবলরাণী ও খিজরখানের সুকরুণ প্রেমের কাহিনী রচনা করে গেছেন তা আজও অম্লান রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রায় ৪২০০টি পংক্তি রয়েছে। এ কাব্যখানিতে কেবল মানব প্রেমেরই মহিমা বর্ণিত হয়নি বরং জন্মভূমির প্রতি কবির প্রীতি ও ভালোবাসা এবং অধ্যাত্মপ্রেমের দৃষ্টান্তও প্রস্ফুটিত হয়েছে (আসগার ২১৮)।

দেবলরাণী ওয়া খিজর খান পাণ্ডুলিপি
(امیر خسرو بن امیر محمود دهلوی)

এই মাসনভির প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো নিম্নরূপ:
রিও দ্বিতীয় খণ্ডে এ গ্রন্থের তিনটি সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছে। একটি (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ১২০৫) ১৭ শতকের এবং অন্যটি (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ৬১২৯) ১৮ শতকের, তৃতীয়টি খ্রিষ্টীয় ১৬ শতকের। এ গ্রন্থের পাঁচটি সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দু'টি কপি খ্রিস্টীয় ১৬ শতকের এবং অন্য তিনটি সংস্করণ ১৬ শতক ও ১৮ শতকের। ব্লোচেট তাঁর তালিকায় ছয়টি কপি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলো ১৬ শতক ও ১৭ শতকে লেখা হয়েছিল। খোদাবখশ গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিটি ১৬ শতকে সংরক্ষিত। এর লেখক হোসেন বিন আলী। লিন্ডেসিয়ানা লাইব্রেরিতে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একটি অনুলিপি রয়েছে। আয়া সোফিয়া লাইব্রেরিতে দু'টি কপি রয়েছে (*নোসখায়ে খাত্তি*, সিরিয়াল, ১৩১) যার একটি ১৬ শতকে এবং অন্যটি ১৭ শতকে প্রস্তুত করা হয়েছিল। বোদলিইয়ান লাইব্রেরিতে তিনটি কপি বিদ্যমান রয়েছে (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ৭৭৭,৭৭৮,৭৭৯)। প্রথম ও দ্বিতীয় বইটি ১৭শ শতকে এবং তৃতীয় বইটির সন জানা যায়নি। ইভানোভো তিনি তাঁর তালিকায় এর দু'টি সংস্করণ উল্লেখ করেছেন। সালার জং মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে তিনটি কপি রেকর্ড করা হয়েছে। প্রথম বইটি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ) খাজা মাহমুদ লিখেছেন। দ্বিতীয় বইটি ১৭শ শতকে লেখক সাদুল্লাহ। আর তৃতীয় সংস্করণ ১৭ শতকে লেখা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে আলীগড় থেকে এ মাসনভির একটি সংস্করণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ লেখা হয়েছে। এর লেখক রশিদ আহমাদ।

নোহ সেপেহর

কবি আমির খসরু ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দেএ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে কুতুব উদ্দীন মোবারক শাহ্ খিলজি-এর গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালের ঘটনাবলি ও ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে (মওদুদ ২০৫ ২০১)। এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর প্রেম উৎসারিত হয়েছে। এ উপমহাদেশের মাটি ও মানুষকে কবি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশকে ভূ-স্বর্গ এবং এর জনগোষ্ঠীকে অন্য উপমহাদেশের মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। কবির এ গ্রন্থখানা চিন্তা-ভাবনার বিশালতায়, রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠতায় এবং মননশীল বর্ণনাকুশলতার কারণে মাসনভী কাব্যজগতের মধ্যমণি হিসেবে পরিগণিত হয়।

কবি এটিকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, তাই এটি *নোয় সেপেহর* নামে পরিচিত। আলি পাশা তেহরান ম্যাগাজিনে এ গ্রন্থের অনুলিপিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (*নোসখায়ে খাত্তি* ১৫১৭,সিরিয়াল ৬২১)। বোদলিইয়ান লাইব্রেরিতে একটি কপি বিদ্যমান রয়েছে (*নোসখায়ে খাত্তি* ১৫২৬, সিরিয়াল ৬৬৪)। ওয়াহিদ মির্জার সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৯২৮ সালে এ গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

তুঘলক নামা

এটি ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত আমির খসরুর সর্বশেষ ঐতিহাসিক মাসনভি গ্রন্থ। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভীদের চক্রান্ত, অরাজকতা ও রক্তপাতের অবসান ঘটিয়ে গিয়াস উদ্দীন তুঘলক সিংহাসন অলংকৃত করেন এবং কবি আমির খসরুকে পূর্বের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রতিদান স্বরূপ কবিও জবরদখলকারী ও অবিশ্বাসী খসরু খানের উপর সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের বিজয় কাহিনী ও তাঁর অত্যল্পকাল স্থায়ী সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অতি চমকপ্রদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলে মনে করা হয়। এ গ্রন্থের রচনাশৈলী খুবই সাধারণ মানের বলে অনুমিত হয় (আসগার ১৯৫ ২১৮)। হাজী খলিফা (*নোসখায়ে*

খাত্তি সিরিয়াল ৩১১২, ৩য় খণ্ড ৩২১) এবং নওয়াব হায়দার ইয়ার জং হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানির কপি। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে হাশেমি ফরিদাবাদীর সংশোধনসহ হায়দ্রাবাদ থেকে এর সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। এই মাসনভির দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি সাইয়্যেদ হাশেমী কর্তৃক *তুঘলক নামা* এবং অন্যটি ওয়াহিদ মির্জা কর্তৃক।

আমীর খসরুর গদ্য গ্রন্থাবলি

আমীর খসরুর গদ্যের তিনটি বই রয়েছে যা বাগ্মী প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মূল্য রয়েছে। সেগুলি হলো :

ইজায খোসরাভি

এই বইটি পাঁচটি পুস্তিকা নিয়ে গঠিত এবং এটি আমীর খসরুর সবচেয়ে মূল্যবান গদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রিও (ইসলামিক কালচার ৮ম খণ্ড, সিরিয়াল ২, ৩০১-১২) অনুসারে এটি ১৩১৯ খ্রিষ্টাব্দ এবং ডাবলিউ পার্চ অনুসারে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল। এর অনুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় ভারতের ন্যাশনাল আর্কাইভস, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ইন্ডিয়া অফিস এবং বোদলিইয়ান গ্রন্থাগারে; বইটি ১৮৪৭-৪৮ খ্রিষ্টাব্দেলিখিত। লেখকের নাম রেজা হাসান হাশেমী (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ১৩৩৭)। সালার জং মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে এটির দু'টি কপি আছে। প্রথম কপি ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দেএবং দ্বিতীয় কপি উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

খাজাইনুল ফুতুহ

এই গ্রন্থটিতে আলাউদ্দিনের বিজয় সম্পর্কে লেখা হয়েছে এবং এটি একই সুলতানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক রচনা যার বিষয়বস্তু ১৩১১-১২ খ্রিষ্টাব্দেলেখা হয়েছিল এবং বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের কপিগুলো বিদ্যমান আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে দু'টি কপি, হায়দারাবাদ লাইব্রেরীতে এর একটি কপি আছে (*নোসখায়ে খাত্তি* সিরিয়াল ১৭৮, ১ম খণ্ড ১২২) । সালার জং মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে এর একটি অনুলিপি রয়েছে যা ১৯ শতকের শুরুতে *আমির খসরু দেহলভির খাজাইন আল-ফতুহ* হিসেবে অনুলিপি এবং সম্পাদনা করা হয়েছিল। পাঠ্যটি আলীগড় থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ মোহাম্মদ মঈনুল হক কর্তৃক ফারসি ভাষায় মুদ্রিত ও সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ হাবিব কর্তৃক এর অনুবাদটি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়।

আফজালুল-ফাওয়াইদ

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার বয়ান সংকলন এটি। খাজা নিজামুদ্দিন তাঁর খানকায় যে সকল বক্তৃতা, মুরিদদের আত্মসংশোধনমূলক কথামালা বলতেন তাঁর একনিষ্ঠ মুরিদ কবি আমির খসরু তা নিজ ভাষায় রূপ দান করেন। এর একটি কপি সালার জঙ্গ জাদুঘরে পাওয়া যায়। যদিও আমির খসরুর আরোপিত অন্যান্য রচনা আছে। যেমন- *এনশা খসরু*, *কিসসে চাহার দরবেশ*, *কাসেদায়ে খসরু* যা বাদশাদের ঘটনা সম্বলিত। কিন্তু ডক্টর ওয়াহিদ মির্জা তাঁর গবেষণা ও বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই সমস্ত কাজ খোসরোর নয় বরং তাঁর নামে সংযোজনকৃত। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এগুলোর কপি বিদ্যমান রয়েছে।

উপসংহার

কবি আমির খসরু ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তিনি প্রাচীনকালের কাব্য জগতে অধিপতি ছিলেন। উনসুরি মৃত্যুবরণ করলে আধিপত্যের মুকুট ফেরদৌসির মস্তিকে শোভা পায়। তারপর কবিতা রাজ্যের অধিপতি হন খাকানী। থাকানীর মৃত্যুর পর এ সম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচিত হন নিজামি গাঞ্জুবী। নিজামির তিরোধানের পর এ মুকুট শোভা পায় শেখ সাদির মস্তকে। শেখ সাদির পর কবি আমির খসরু এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আমির খসরু ও কবি হাফিয সিরাজী সমসাময়িক হলেও সাহিত্য সমালোচকগণ আমির খসরুকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হন। মাত্র বিশ বছর বয়সে হিন্দুস্থানের বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার শীষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে শপথ নেন। পীরের সদাচার, জীবন পদ্ধতি, কঠোর আত্মসংযম, দরবেশসুলভ জীবন যাপন ও আধ্যাত্মিকতার সহচার্য কবির কাব্য-প্রতিভাও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে এবং চিন্তা-ভাবনার চরম বিকাশ সাধিত হয়। কবি আমির খসরু তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের আবেগ-অনুভূতি ও মন-মানসিকতাকে বাস্তবে রূপদান করে তাঁদের আনুকূল্য লাভ করেছেন। তিনি খুব সহজভাবে দক্ষতার সাথে ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবিদের রচনা পদ্ধতি ও রীতিনীতি গ্রহণ করেন। তৎকালীন ইরানের খ্যাতিমান কবি হাকিম সানায়ি, খাকানি, নিজামি, শেখ সাদি প্রমুখের শব্দ চয়ন ও উপযুক্ত তাৎপর্যসমূহ গ্রহণ করেন। খাকানির কাসিদা হতে শুরু করে নিজামির প্রেমমূলক মাসনভী পর্যন্ত তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সাতশত বছর অতিবাহিত হলেও আজও তাঁর স্মৃতি অম্লান রয়েছে। আজও তাঁর কাওয়ালী উপমহাদেশের মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাঁকে হিন্দুস্তানের 'সানী বলা হয়। আমির খসরু ভারতবর্ষের ফারসি কবি হলেও তাঁর খ্যাতি জগৎজোড়া। তাঁর গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইংল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান, হিন্দুস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা গ্রন্থাগারে তাঁর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁকে জানতে হলে তাঁর এ সকল পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যক।

তথ্যসূত্র

আব্দুল মওদুদ। *মুসলিম মনীষা*। *ঢাকা*: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

আব্দুস সাত্তার *ফারসি সাহিত্যের কালক্রম* (*ঢাকা*: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আফতাব আসগর (ড.)। *তারিখ নেভিসিয়ে ফারসিদার হিন্দ ওয়া পাকিস্তান* লাহোর। চাপখানায়ে সায়েদ সানজ, ১৯৮৫ ।

মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি। *আদব নামায়ে ইরান*। আসেফ জাভিদ, *লাহোর*: (তারিখ বিহীন)।

যাবিহুল্লাহ সাফা (ড.)। *তারিখে আদাবিয়্যাত দার ইরান* ৩য় খণ্ড ২য় ভাগ । এন্তেশারাতে *অহাঙ্গ। তেহরান*: ১৯৯০।

রেযা যাদেহ শাফাক (ড.)। *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*। *তেহরান* এন্তেশারাতে

অহাঙ্গ, ১৩৬৯ হি./ ১৯৯০ ।

শওকত নেহাল আনসারি (ড.)। *আসারে আমির খসরু*। মারকাযে তাহকিকাতে

ফারসি দানিশ বাহার ৮৮, ১৩৮৬ *হি. ইরান ও পাকিস্তান* ।

সাজাহান মিয়া। "বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি" সিরাজুল ইসলাম ও আহমেদ

জামান। বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ (২য় সংস্করণ), *বাংলাদেশ*

এশিয়াটিক সোসাইটি, (২০১২)

হাসান আনুশেহ সম্পাদিত, দানিশ নামায়ে আদাবে ফারসি, ৪র্থ খণ্ড, সাজমানে

চাপ ও এন্তেশারাতে ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ওয়া এরশাাদে ইসলামি, তেহরান, ২০০১।

Harper, Douglas. "Manuscript." Online Etymology *Dictionary. November 2001. Accessed 10-11-2007.*